মুখবন্ধ

ভারতের আদিমতম উপজাতি হল সাঁওতাল উপজাতি। সাঁওতাল সম্ভবত একটি বহিরাগত শব্দ থেকে উদ্ভূত। সংস্কৃত 'সামন্ত' বা বাংলা 'সাঁওত' এর অর্থ 'সমতল ভূমি'। এদের আদি জন্মভূমি নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। সম্ভবত অষ্ট্রোএশিয়াটিক ভাষার মানুষেরা প্রায় ৩৫০০-৪০০০ বছর আগে ইন্দোচীন থেকে উড়িষ্যার উপকূলে এসেছিল। তারপর এরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয় ভারতীয় জনসংখ্যার সাথে ব্যাপকভাবে মিশে যায়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শিলদার সাওন্ত অঞ্চলে বসবাসকালে এদের নাম হয়েছিল সাঁওতাল। যারা বাংলা ভাষায় কথা বলতো তারা এদেরকে সাওন্তার বলত এবং সেটি বিকৃত হয়ে ইংরেজিতে সান্তাল (SANTAL) বা সাঁওতাল হয়েছে। সাধারণত তারা নিজেদেরকে হড় (MAN) বা হড়হপন (মানবজাতির সন্তান) বলতো। এদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি আছে। এদের নিজস্ব ভাষা হল সাঁওতালি। এরা এই ভাষায় কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তারা এই ভাষায় গান করে এবং গানের মাধ্যমে তারা নিজস্বতা প্রকাশ করে। তাদের নাচের ও নিজস্ব ছন্দ আছে। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, ধর্মীয় এবং পরব অনুষ্ঠানের ধরণ ও গানের প্রকারভেদ ভিন্ন। তারা প্রধানত ধামসা মাদল সহযোগে নৃত্য পরিবেশন করে। পাহারা এদের প্রধান উৎসব এছাড়া বাহা, সহরায়, করমও এদের পালনীয় উৎসব। এই সমস্ত উৎসব গুলিতেও এরা ধামসা মাদল সহযোগ নৃত্য পরিবেশন করে। সহরায় উৎসবে বিশেষত এরা দেওয়ালে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশের চিত্রাঙ্কন করে থাকে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এদের পুরুষেরা পাঞ্চি ধুতি ও মহিলারা পাঞ্চি শাড়ি পরিধান করে। এছাড়াও মহিলারা রূপোর গয়না এবং খোপায় ফুল পরে। এরা অ-সাঁওতালদের

সাথে মেলামেশা করলেও নিজেদের জাতিতেই বিবাহ করতে পছন্দ করে। দীর্ঘকাল ধরে সামাজিক, অর্থনৈতিকভাবে শোষিত হওয়ায় এরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং শিক্ষার দিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। আদিমকালের মতই এখনও এরা জঙ্গলে, মাঠে, গিয়ে পাখি, কাঠবিড়ালি, ইঁদুর, বনবিড়াল শিকার করে নিয়ে আসে। এদের প্রধান খাদ্য ভাত, শাক, গেঁড়ি, কাঁকড়া, মাছ, মাংস প্রভৃতি। এরা মূলত দিনমজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। বর্তমানে সরকারি সুযোগ সুবিধা নিয়ে তাদের কষ্ট অনেকটাই লাঘব হয়েছে। বিভিন্ন সচেতনতা মূলক শিবির, সরকারি অনুদান, বেসরকারি প্রচেষ্টা এর মাধ্যমে তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকটাই উন্নতি হয়েছে এবং সচেতনতা দেখা যাচ্ছে। অনেকেই তারা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়াও তাদের ভাষা সরকারিভাবে গুরুত্ব পাওয়ায় তারা নিজস্ব ভাষাতেও শিক্ষালাভ করার সুযোগ পাচ্ছে।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সাঁওতালদেরও সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়েছে। সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও সাঁওতালরা অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। বিভিন্ন গবেষক/গবেষিকা সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলির উপর আলোকপাত করলেও নিরন্তর সংশ্লিষ্ট পর্যালোচনায় দুটি সাঁওতাল প্রধান অঞ্চল পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতালদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাক্ষেত্রের ওপর বিশ্লেষণ পরিলক্ষিত হয়নি। তাই গবেষিকা দুটি সাঁওতাল প্রধান জেলার সাঁওতালদের উপরে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলির ওপর আলোকপাত করে গবেষণা করেছেন।

গবেষিকা সমগ্র গবেষণা কার্যটি মোট ৬ টি অধ্যায়ে সম্পন্ন করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট এবং ভূমিকা, সাঁওতালদের উৎপত্তির ইতিহাস, গবেষণার প্রশ্ন, গবেষণার উদ্দেশ্য, সমস্যার বিবৃতি, গবেষণার খামতি, গবেষণার সুযোগ, সীমা নির্দেশকরণ ইত্যাদি রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষিকা গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্য সমূহের পর্যালোচনা করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষিকা বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনে সাঁওতাল বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিক্ষা সম্পর্কে কি কি সুপারিশ করা হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষিকা তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে গবেষিকা প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে তুলে ধরেছেন এবং সাঁওতালদের সংস্কৃতি, পালনীয় উৎসব, সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে গবেষিকা গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য কে বিশ্লেষণ করেছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণার উপযোগিতা, পরবর্তী গবেষণার সুযোগ, গবেষণার উপসংহার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

গবেষিকা সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনীতি, এবং শিক্ষার বর্তমান অবস্থা জানার জন্য পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার মোট ২০ টি ব্লকের, ২০ টি সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রাম থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

সর্বোপরি এই গবেষণার দ্বারা গবেষিকা পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনীতি এবং শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সর্বসমক্ষে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেছেন।